তারিখ 28 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সমকাল

শিশুরা কি দু'বার সমাপনী দেবে

মন্ত্রিসভায় পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষা বহাল থাকল

■ সাব্বির নেওয়াজ

শেষ পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণির 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা' বাতিল করেনি মন্ত্রিসভা। বহাল রয়েছে অষ্টম শ্রেণির 'জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট' (জেএসসি) পরীক্ষাও। ফলে চলতি বছরের নভেম্বরে এ দুটি পরীক্ষায় অংশ নিতে হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে, গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে বলা হয়, এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যাপক পর্যালোচনার পর নতুন করে পাঠাতে হবে। তবে নতুন প্রস্তাব পুনরায় কত দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, তা জানা যায়নি। এদিকে, পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বহাল রেখে প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার বিষয়কে পরস্পরবিরোধী বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। তাদের মতে, এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার নাম পাল্টানো প্রয়োজন। অভিভাবকরাও প্রশ্ন তুলছেন, চলতি বছর পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা করা প্রায় এক কোটি শিক্ষার্থী কি তাহলে অষ্টম শ্রেণিতে আবারও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দেবে?

এ বিষয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী সমকালকে বলেন, 'এ সিদ্ধান্তে লাভ হবে কোচিংওয়ালাদের। বছরে আবারও ৩২ হাজার কোটি টাকার কোচিং ব্যবসা হবে। শিশুরা শৈশব হারাবে।' তিনি বলেন, 'পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছু তো নেই এখানে। মূল বিষয় হলো, বৃত্তি কীভাবে দেওয়া হবে। তার জন্য উপজেলাভিত্তিক একটা মূল্যায়ন পরীক্ষা রাখা যেত।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন খালিদ সমকালকে বলেন, 'চলতি বছর পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা উঠে গেলে শিক্ষার্থীদের মঙ্গল হতো না। অন্যথায় বৃত্তি দেওয়া নিয়ে নতুন সমস্যা দেখা দিত।' প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা না থাকলে কোন ব্যবস্থায় বৃত্তি দেওয়া হবে? এমন প্রশ্ন তুলে এই সচিব বলেন, 'শিক্ষার্থীদের তো বার্ষিক পরীক্ষা দিতে হয়। এবার বার্ষিক পরীক্ষা মনে করে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষাটা দিয়ে দিলেই হয়। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

শিশুরা কি দু'বার সমাপনী

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

এ ছাড়া পঞ্চম শ্রেণির লেখাপড়া শেষে বৃত্তির জন্য পরীক্ষার কথা তো শিক্ষানীতিতেও রয়েছে।'

সরকার গত ১৮ মে প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার ঘোষণা দেয়। এর পর অভিভাবকরা পঞ্চম শ্রেণি থেকে সমাপনী পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। তাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২১ জুন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় তোলা হচ্ছে। তিনি আরও বলেছিলেন, 'তবে এ বছর থেকে এ পরীক্ষা যে আর হচ্ছে না, এটি নিশ্চিত।' গতকাল তার আগের বক্তব্য নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, তিনি যা বলেছিলেন, সেটি ছিল তার ব্যক্তিগত মত।

আবারও প্রস্তাব পাঠাতে হবে মন্ত্রিসভায় : মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সাংবাদিকদের বলেন, 'মন্ত্রিসভায় ক্লাস ফাইভের সমাপনী পরীক্ষা বাতিল করে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাইমারি সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। মন্ত্রিসভা এটা বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবার উপস্থাপন করতে বলেছে।' তিনি জানান, মন্ত্রিসভা সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষা বাতিল না করায় এবারও বছর শেষে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক সমাপনীতে এবং অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষায় বসতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ ভবনে মন্ত্রিসভার এ নিয়মিত বৈঠকে 'অষ্টম শ্রেণিতে প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট (পিএসসি) পরীক্ষা পদ্ধতি চালুপূর্বক পঞ্চম শ্রেণি পর্যায়ে বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলকরণ' শীর্ষক ওই প্রস্তাব তোলা হয়েছিল। কিন্তু এটি 'আরও পর্যালোচনা করে' মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সচিব শফিউল আলম বলেন, 'পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা ২০১৬ সালে বাতিলের প্রক্রিয়া এবার কার্যকর হচ্ছে না। কারণ, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি আবার আরেক প্রতিষ্ঠানে। তাই মন্ত্রিসভা সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে বলেছে।' তিনি জানান, মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবটি নতুন করে উত্থাপন ও অনুমোদনের মাধ্যমে চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত আগের পদ্ধতি বহাল থাকবে। প্রস্তাবটি কত দিনের মধ্যে পুনরায় মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে, জানতে চাইলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব উত্তর দেননি।

খুশি নন শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকরা : মন্ত্রিসভার এ সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি শিক্ষাবিদ ও সাধারণ অভিভাবকরা। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, 'শিশুদের পরীক্ষার জাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে এ পরীক্ষা বাতিল করা জরুরি। কোনোভাবেই এ পরীক্ষা বহাল রাখার যৌক্তিকতা নেই।'

মিরপুরের মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাইফা আহমেদের বাবা ওয়াকিল আহমেদ সমকালকে বলেন, 'সরকার একেকবার একেক সিদ্ধান্ত দিচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটছে।' ভিকারুননিসা স্কুলের অভিভাবক নুরুন নাহার শ্রাবণী বলেন, 'শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন নিয়ে তামাশা শুরু হয়েছে।'

অভিভাবকরা বলেন, নানা রকম পরস্পরবিরোধী পাল্টাপাল্টি সিদ্ধান্ত নিয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের গিনিপিগ বানানো হচ্ছে। পৃথিবীর কোনো দেশে পঞ্চম শ্রেণিতে কোনো পাবলিক পরীক্ষা নেই। তাদের কয়েকজন বলেন, পঞ্চম শ্রেণির পর বৃত্তি চালু রাখতে চাইলে স্কুলগুলোর ওপরই সেই দায়িত্ব দেওয়া যেত। প্রতিটি বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে তার শ্রেষ্ঠ ১০ মেধাবী ছাত্রছাত্রী বাছাই করে দিতে পারত।

দুবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দিতে হবে? : মন্ত্রিসভার গতকালের সিদ্ধান্তের কারণে 'সমাপনী পরীক্ষা' নিয়ে ধূম্রজাল দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তিনটি শ্রেণির এক কোটি শিক্ষার্থী কি দুবার সমাপনী পরীক্ষা দেবে?

চলতি বছর (২০১৬) পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠ গ্রহণ করছে সারাদেশের ৩০ লাখ শিক্ষার্থী। এ বছর তারা প্রাথমিক সমাপনীতে অংশ নেবে। এই পরীক্ষার্থীরাই ২০১৯ সালে অষ্টম শ্রেণিতে আবারও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। একইভাবে বর্তমানে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে আরও প্রায় ৭০ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। তারাও ২০১৪ ও ২০১৫ সালে পাস করেছে প্রাথমিক সমাপনী। ফলে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিপড়ুয়া প্রায় এক কোটি শিক্ষার্থীকে অষ্টম শ্রেণিতে গিয়ে দ্বিতীয় দফায় আবারও 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা'র মুখোমুখি হতে হবে।

শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'একই পরীক্ষায় বা একই সার্টিফিকেটের জন্য কোনো শিক্ষার্থীকে তিন বছরের ব্যবধানে দুবার অবতীর্ণ করানোর কোনো যৌক্তিকতা বা সুযোগ নেই। সে ক্ষেত্রে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার নাম পাল্টে অন্য কোনো নাম রাখা যেতে পারে।

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে সরকার গত ১৮ মে প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারণ করে। এ সিদ্ধান্ত কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা চলছে।